দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 FEB 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১
কুমিল্লা বোর্ড

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

001

কুমিল্লা বোর্ডের ২৫টি কলেজের ৯৬২ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম ৭ই ফেব্রুয়ারী।---কুমিল্লা বোর্ড ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিভিন্ন অসদুপায় অবলম্বন এবং ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে পরীক্ষা দানের অভিযোগে ২৫টি কলেজের ৯শ ৬২ জন পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

এগুলোসহ মোট ৩ হাজার

(৭-এর পাতায় দেখুন)

(১ম পাতার পর)

৮শ' ৬৫ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল বোর্ড আগেই স্থগিত ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে ২ হাজার ৯শ ৩ জন পরীক্ষার্থীর কাগজপত্রাদি বৈধ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বাকী উপরোক্ত ৯শ ৬২ জন পরীক্ষার্থীর দাখিলকৃত কাগজপত্র অবৈধ এবং ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতর সূত্রে জানা গেছে, ২৫টি কলেজের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৮৬ সালে বিগত বছরগুলোর তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এতে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সন্দেহ দেখা দেয় যে, কলেজগুলো বোর্ডের প্রচলিত নিয়ম-কানুন অগ্রাহ্য করে অবৈধভাবে পরীক্ষার্থী সংগ্রহ করেছিল। বোর্ড এসব পরীক্ষার্থীর কাগজপত্র পরীক্ষা শুরু করলে তাদের কাগজপত্রাদি অবৈধ ও ভুয়া প্রমাণিত হয়।

চট্টগ্রামের ইমাম গাজ্জালী কলেজের ১৪৩ জন, চট্টগ্রাম কদুরখিল জলিল আহিয়া কলেজের ৫ জন, বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজের ১১৬ জন, আলাওল কলেজের ১৪৪ জন, ফতেয়াবাদ কলেজের ৮৫ জন, মিরসরাই কলেজের ২ জন, গুণবতী কলেজের ১২ জন, চিওড়া কলেজের ৫১ জন, চৌয়ারা কলেজের ৬৬ জন, কুমিল্লা লালমাই কলেজের ৪৩ জন, কুমিল্লা নিমসার জুনাব আলী কলেজের ৭৬ জন, কোম্পানীগঞ্জ বি,এ কলেজের ৪ জন, হাসানপুর এস, এল কলেজের ১৪ জন, গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান কলেজের ৭ জন, বেগম রাবেয়া মহিলা কলেজের ৩ জন, পয়ালগাছা কলেজের ৬৬ জন, অজিত গুহ কলেজের ৮জন, চৌদ্দগ্রাম কলেজের ৩৩ জন, চাঁদপুর কচুয়া বঙ্গবন্ধু কলেজের ২৮ জন, মেহের কলেজের ১৯ জন, সায়েস্তাগঞ্জ কলেজের ৪ জন, হুলাইন ছালেহ নূর কলেজের ৫ জন, শ্রীমঙ্গল কলেজের ৭ জন এবং লক্ষ্মীপুর আলেকজাণ্ডার কলেজের ২১ জনের (মোট ৯৬২ জন) বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

বোর্ড সূত্রে আরো বলা হয়েছে, বোর্ডের কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা এসব কেলেংকারির সাথে জড়িত নয়। তাদের মতে এ ধরনের কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো নিজ দায়িত্বে করে থাকে। বোর্ড কোন পরীক্ষার্থীর ফি ও ফরম সরাসরি গ্রহণ করে না। সুতরাং দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর ওপর বলে সূত্রটি জানায়। এ ব্যাপারে বর্তমানে শুধু পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জড়িত কলেজগুলোর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের খবর পাওয়া যায়নি।